আজকের কাগজ

তারিখ 03 JAN 1994
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

অষ্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি শর্ত না মেনে কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্র প্রদান করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শর্ত মোতাবেক প্রার্থী বা প্রার্থিনীকে সংশ্লিষ্ট থানার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। কিন্তু বহিরাগত অনেক প্রার্থী ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে নিয়োগপত্রও লাভ করে। এরকম সাতজন নিয়োগ পত্র লাভকারী শিক্ষিকা হলো আফিফা আক্তার, পিতা-মোঃ আব্দুছ ছামাদ, গ্রাম-হারুয়া কলেজ রোড, ডাক+ জেলা-কিশোরগঞ্জ। সেলিনা বেগম, পিতা-মোঃ মস্তুফা, গ্রাম প্রমানন্দ, ডাক-চৌদ্দশ' থানা+ জেলা-কিশোরগঞ্জ। চয়নিকা রায়, পিতা-মৃত শৈলেশ চন্দ্র রায় ১৮৭ বি রাম কৃষ্ণ মিশন রোড, পোঃ+থানা+জিলা-ময়মনসিংহ, মনি চক্রবর্তী, পিতা- মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, রথ খোলা ডাক থানা- জেলা কিশোরগঞ্জ, অনামিকা রায়, পিতা মৃত শৈলেশ চন্দ্র রায়, ১৮৭/বি রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ডাক+থানা+জেলা-মোমেনশাহী, সঞ্চিতা রাণী দেবী, পিতা হরিপদ দেব নাথ ৩২ মনুবেখোলা, হোল্ডিং নং ৭০০ পো+থানা+জেলা-কিশোরগঞ্জ। সাজেদা আক্তার, পিতা-শামছুল হক, এএইও পাকুন্দিয়া, থানা+পোঃ -পাকুন্দিয়া, জেলা-কিশোরগঞ্জ। তারা কেউই অষ্টগ্রাম থানার বাসিন্দা নয়। এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ভুয়া সনদপত্র গ্রহণ করে। পরে এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করা হলে ১ আর (নিয়োগ) ৯০ প্রাই ১৯৩৭ তাং ১০/১১/৯৩ ইং নং স্মারকের নির্দেশানুযায়ী বিগত ১৯/১১/৯৩ ইং তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদের উপস্থিতিতে তদন্তকার্য সম্পন্ন হয় এবং তদন্তে সনদপত্র ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ৯/১২/৯৩ ইং তারিখে স্মারক নং কিশোর নিয়োগ ৯৩/২৩৮১ (১০১) মোতাবেক ৭ জনকেই নিয়োগ আদেশ প্রদান করেন। তাছাড়াও উক্ত থানায় শিক্ষকদের শূন্য কোটা পূরণে অন্যান্য শর্তও মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। কিশোরগঞ্জ থেকে কিরীটি ভূষণ মজুমদার।